সপ্তভোগ_অঙ্কুর বর
ETSY ART.

#সপ্তভোগ_অঙ্কুর বর

"তাহলে তোরা একটাও পেলি নে?"

রাগের চোটে রক্তজবার মতো  টককেকে লাল হয়ে উঠল অঘোর তান্ত্রিকের বড়ো বড়ো চোখজোড়া। সামনে যজ্ঞবেদীতে জ্বলতে থাকা লকলকে আগুনের পীতাম্বরি আলোয় তার পৈশাচিক রূপ আরো ত্রিগুন পৈশাচিক হয়ে উঠল।

 ময়ূরাক্ষী নদীর দুইতীরে বহুদূর ব্যাপি এক গভীর অরণ্য। সেই ঘন অরণ্যের পূর্বদিকে বনের মাঝে এক প্রাচীন ভাঙা কালভৈরবীর মন্দির। কে, কবে, কি উদ্দেশ্যে এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা কেউ জানে না। কেউ আসেও না তেমন এ দিকে। আশেপাশের গ্রাম বলতে সেও দু তিন ক্রোশ। সেখানেই কাঠুরিয়া, জেলে, নাপিত, ডোম প্রভৃতি নীচু জাতির দলবদ্ধ বাস। ব্রাহ্মন, কায়স্থ, বৈশ্যদের বাস আরেকটু তফাতে।জমিদার বাড়ির সন্নিকটে।দিনের আলোতেই কাঠুরেরা বনের ধার থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যায়। আর জেলেরাও সূর্যের আলো থাকতে থাকতেই নদীর

থেকে যা মাছ ধরবার ধরে নেয়। খুব বাধ্য না হলে সকলে এদিকটা প্রায় এড়িয়েই চলে। সকলেই বলে এ দিকটা নাকি অভিশপ্ত। জমিদার প্রতাপনারায়ণ প্রজাহিতৈষী একেবারেই নন। নিজের তালুকের একটা বড় অংশ এমন বেওয়ারিশ পড়ে আছে জেনেও তিনিও এদিকটা কখনও আসতে চাননি। বড় ছেলে কুমার নারায়ণের তখন বয়স কম আর শিক্ষিত। একবার তিনি এদিকে একটা বাগানবাড়ি বানানোর তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। কিন্তু কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল ভীত পূজোর দুদিন পর কুমার নারায়ণ গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজের ঘরের ছাদেই ঝুলে যান। তারপর থেকেই  দিনেরবেলা এদিকে আসতে কেউ সচরাসর সাহস পায় না। রাতের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

বনের মধ্যের কাল ভৈরবীর মন্দির পোড়ো ও ভগ্ন। লতাগুল্ম আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা এ মন্দিরের প্রাঙ্গন দূর হতে দেখা যায় না। এমনিতেও দেখবার কোন উপায় তেমন নেই। ঘন বনে আলোর কিঞ্চিৎ প্রবেশ। বনের মধ্যে কাঠুরিয়াদের তৈরী এক সরু পথ এঁকেবেঁকে বন্য নকশা তৈরী করেছে যা একসময় কাঠুরিয়েরাই ব্যবহার করত। তাও কুমার বাহাদুরের

মৃত্যুর পর একপ্রকার বর্জিত। দীর্ঘ অব্যবহারের ফলে সে পথও জীর্ণ, ঘাসে ঢাকা। ঘন বন যেন মন্দিরকে এক সুরক্ষার বলয়ে ঘিরে রেখেছে।

পান্ডববর্জিত এই মন্দিরের করালদর্শন দেবী বিগ্রহের পেছনে অবস্থিত এক ধূলির পুরু আস্তরণে ঢাকা এক চোরাপথ। সে পথ আবার কাঠের পাটাতনে ঢাকা। সেই কাঠের পাটাতন সরিয়ে চোরাপথ বেয়ে নীচে পৌছলেই এক বড়সড় অন্ধকার কুঠুরী।সেই কুঠুরিতেই অনুগামীদের নিয়ে সদ্য আস্তানা গড়েছেন মন্ত্রসিদ্ধ, মহাক্রোধী রুদ্রগোত্রীয় অঘোর তান্ত্রিক।

অনেক মাস ধরে বারোভূম ঘুরে ঘুরে অবশেষে এই অপাপবিদ্ধ দেবালয়ের সন্ধান পেয়েছেন তান্ত্রিক অঘোর। বহু বৎসরের ইচ্ছে তার আরাধ্যা দেবী রুদ্রচামুন্ডাকে সাতবছরে সপ্তভোগ দিয়ে তুষ্ট করে তন্ত্র সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে মহাজাতিক তন্ত্রশক্তিতে সিদ্ধি লাভ করা। সেই মতো করে গত ছয়বছর ধরে আর্যাবর্তের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে কোন না কোন আপাপবিদ্ধ ভূমিতে দেবীকে সপ্তভোগ নিবেদন করেছেন। এই বৎসর তার সাধনার শেষ বছর।এবার দেবীকে সপ্তভোগ নিবেদন করলেই তার দীর্ঘ সাধনা

সম্পূর্ণ হবে। তারপরেই তিনি হয়ে উঠবেন তন্ত্রশক্তিতে অপরাজেয়।

অমাবস্যার গভীর নিশিথে অঘোর তান্ত্রিক সপ্তযজ্ঞবেদীতে আগুন জ্বালিয়ে যজ্ঞে বসেছেন। সম্মুখে নিজের হাতে তৈরী দেবী রুদ্রচামুন্ডার করাল বিকৃত মুর্তি লাল জবা ফুলে ঢাকা। ধূপ, ধুনোর গন্ধে, ধোঁয়ায় কুঠুরি পরিপূর্ণ। দু তিন জন শিষ্যা কাঁসর, শঙ্খ একনাগাড়ে বাজিয়েই চলেছে। হাত নাড়িয়ে চিৎকার করে করে মন্ত্রপাঠ করছেন অঘোর তান্ত্রিক। সম্মুখে বিভিন্ন পাত্রে দেবীপূজণের নানান উপাচার সামগ্রী। গাভীর, মহিষের, ছাগলের, শেয়ালের, কুকুরের, বেড়ালের নিয়ে প্রায় ছটা কাটা মাথা থরে থরে কাঁসার থালায় সাজানো। সেই সাথে  বিভিন্ন রকমের ফল,মদ, মাংস ইত্যাদি নানাবিধ উপকরণ। এ সকলই দেবী ভোগের সামগ্রী। সকল কিছুই প্রস্তুত। কেবল সপ্তভোগের শেষ ভোগ আনাটাই বাকি। আর তাই আনতে আশেপাশের গ্রামে পাঠিয়েছিলেন নিজের অনুগামী শিষ্যদের। সপ্তযজ্ঞের ভোগলগ্ন শুরু হয়েগেছে। অঘোর তান্ত্রিক সারা দেহে চিতাভস্ম আর পশুরক্ত মেখে আকন্ঠ মদ পান করে সম্পূর্ণরূপে এক পরালৌকিক ঘোরে চলে গিয়েছেন। মন্ত্রের  শব্দ,

সম্মুখের ভয়ঙ্কর দেবী বিগ্রহ, ধুনো , ধূপের অদ্ভুত গন্ধ সব মিলিয়েই এক মোহময় আবেশের সৃষ্টি হয়েছে সারা কুঠুরি জুড়ে। তান্ত্রিক থালা থেকে একমুঠো সিন্দুর দেবী বিগ্রহে ছুঁড়ে দিতেই চোরা সিঁড়িপথ বেয়ে শিষ্যরা সকলেই একে একে ফিরে এল। কিন্তু তারা ফিরেছে খালি হাতে। সপ্তভোগের শেষ ভোগ আনতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। এটা জানাতেই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন অঘোর তান্ত্রিক।

শিষ্যদের মধ্যে অনাদি কাপালিক বয়ঃজৈষ্ঠ্য। গুরুদেবের সেবার ভার এমনিতেই সকলের।কিন্তু অনাদি কাপালিক গুরুদেবের একটু বেশিই ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আজ তাকে দেখে মনে হল তান্ত্রিকের এই রূপ দেখে সেও প্রচন্ড ভয় পেয়েছে।বুকে সাহস সঞ্চয় করে সে এগিয়ে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করল।



"না গুরুদেব। সারা গাঁয়ে একটিও দশ বছরের ঋতুমতী মেয়ে পাওয়া গেল নে। "
"অনাদি !" তান্ত্রিকের ভয়ঙ্কর কন্ঠস্বরে বদ্ধকুঠুরি কেঁপে উঠল যেন।
"তুই জানিস , তুই কি বলছিস? এর অর্থ বুঝিস?"
ঘরের মধ্যে সকলেই অজানা এক আতঙ্কে কেঁপে

উঠলো।
সকলেই এর অর্থ জানে। শেষ ভোগ উৎসর্গ না হলে আজকের আয়োজন যেমন পন্ড হবে তেমন পূর্বের ছয় বছরের ভোগ নিবেদন সম্পূর্ণরূপে বিফল হয়ে যাবে।নষ্ট হয়ে যাবে তাঁর সাধনা। আর তা নষ্ট হলে তান্ত্রিক যে তাদের কাউকে জীবিত রাখবেন না সেটা সকলেই জানে।
অনাদি মাথা নাড়াল।
" সওব জানি গুরুদেব। কিন্তু••• বিশ্বাস করুন। আমরা একটাও এমন মেয়ে পেলাম নে যাকে মায়ে পায়ে বলি দেওয়া যাবে।"



"বেশ। তাহলে চল। তোদের কেই মায়ের কাছে বলি দি। " অঘোর তান্ত্রিক চিৎকার করে কথাটা বলতেই উপস্থিত সকলে ভয়ে আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো। কিন্তু বাকিদের তুলনায় অনাদি কাপালিকের স্নায়ু একটু বেশিই শক্ত।
সে মাথা নত করে বলল," আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তাই আপনি যা শাস্তি দেবেন তা মাথা পেত নেব গুরুদেব। তবে যদি অভয় দেন তাহলে একটা কথা বলতে পারি।"

অঘোর চিৎকার করে বলে উঠলেন, রাগে তার সারা শরীর জ্বলছে। "হেঁয়ালি বন্ধ করে, কি বলবি বল। "
"গুরুদেব, এ দেবালয়ের সন্ধান আপনি যে তন্ত্রগুনে পেয়েছিলেন, ফের তেমন করে যদি....,"

অনাদি বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ। কিন্তু তন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অজ্ঞাত। অত্যাধিক ব্যবহারে তন্ত্রের যোগবল ভোঁতা হয়ে যায়। এ ভূমির সন্ধানের সময়ই অঘোর  বুঝেছেন তার মানসচক্ষু দূর্বল হয়ে পড়ছে দিন দিন। অঘোর অন্যমনস্ক হলেন। চেষ্টা করে দেখবেন নাকি আরেকবার। শেষ ভোগ হিসেবে দশ বছরের ঋতুমতী মেয়ের কাটা মাথা দেবীর পায়ে উৎসর্গ না করলে আজকের পূজোতো সম্পূর্ণ হবেই না। সেই সাথে নষ্ট হবে তার এতদিনের সাধনা।আগের ছয় ছয় বারে তাই করেছেন। কোন সমস্যা হয়নি।

"হে মা করালবদনী, মুক্তকেশী রুদ্রচামুন্ডা। কৃপা কর মা। কৃপা কর।"
চোখ বন্ধ করলেন অঘোর তান্ত্রিক। মানস চক্ষে তাকে সন্ধান পেতেই হবে একটি মেয়ের। যে করেই হোক।

****************

অঘোর তান্ত্রিকের নেশার ঘোরে চোখ বুজে আসতে চাইছে। কিন্তু এক আশ্চর্য মায়ায় চোখ বন্ধও করতে পারছেন না। কে যেন আটকে রেখেছে চোখের পাতা দুটো। ছয় যজ্ঞবেদীতে তখনও পুড়ে চলছে ছয় ভোগ সামগ্রী। বিকট পোড়া গন্ধে, ধোঁয়ায় বদ্ধ কুঠুরি পুরো ভরে উঠেছে। দমটুকু নেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু অঘোরের সে দিকে ভ্রুক্ষেপই নেই। বরং অপার্থিব এক হিংস্রতায় চোখ লোভে চকচক করে জ্বলছে। দৃষ্টি সামনের মেয়েটির দিকে। দশ বছরের মেয়েটির পরনে লালছাপের শাড়ি ছেঁড়া আর ময়লা। টানা টানা বড় বড় চোখে আবার কাজল দেওয়া। কালো দীঘল চুল কোমর ছাড়িয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। অঘোর তান্ত্রিকের বারবার মনে হল কোথায় যেন দেখেছেন একে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। আর যাকে ঘিরে এতকিছু সে বুভুক্ষুর মতো এক নাগাড়ে দু হাত দিয়ে কাঁচা মাংস গোগ্রাসে গিলে চলছে। আবার গলায় খাওয়ার আটকে গেলে পাত্র থেকে চোঁ চোঁ করে তরল সুরাও খেয়ে নিচ্ছে। শিষ্যরা সকলেই অবাক। এ কেমন রাক্ষুসে ক্ষিদে এইটুকু মেয়ের? কিন্তু অঘোর তান্ত্রিকের এ মেয়েকে ভারী মনে ধরেছে। দেবীর নিশ্চয়ই ভোগ হিসেবে এমন দামাল মেয়েকে খুব পছন্দ হবে। তাহলেই তো দেবী তুষ্ট হবেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে অনাদির দিকে তাকালেন অঘোর।
"কোথায় পেলি একে?"
"আজ্ঞে আপনি যেখানে বলেছিলেন ঠিক সেইখানেই। মন্দির থেকে তিনশ পা দক্ষিণে।বড় অশ্বত্থ গাছের নীচে শুয়েছিল।প্রথমে তো আসতেই চায়নি। শেষে খাওয়ারের লোভ দেখাতে তারপর এল। "
কথাটা বলে অনাদির মুখে এক নিশ্চিন্তের হাসি খেলে গেল। অকালে যে প্রান গেল না এই অনেক।
অঘোর তান্ত্রিক এবার গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, "কিরে? কাদের মেয়ে তুই? আর এত রাতে জঙ্গলেই বা কি করছিলি?"



মেয়েটি মুখ তুলে তাকাতেই চমকে উঠলো অঘোর। কাঁচা মাংসর রক্ত সারা মুখে লেগে কেমন একটা ভয়ঙ্কর দেখতে লাগছে মেয়েটাকে।
"তোদের এখানে কিসের পূজো হচ্ছে রে?"
মেয়েটির কথা শুনে অনাদি খেঁকিয়ে উঠলো, "তা জেনে তোর কি? গুরুদেব যা জানতে চাইছেন বল।"
মেয়েটি অনাদি কে মুখ ভেঙচে দিল।

"আমি জেলেদের মেয়ে রে। বাপ মা নেই। মামাদের

কাছে থাকতুম। ওই যে পাশের গাঁ দেকচিস। ওখানেই তো থাকতুম আমি। মামি আমার খুব দজ্জাল। সারাদিন কাজ করায়।খেতেও দেয় নে। সকালে মামার সাথে মাছ ধরতে বেরিয়েছিলুম। তারপর ঘেঁটুফুল তুলতে যেই একটু আড়াল হয়েচি অমনি জঙ্গলে হারিয়ে যাই। মামার নাম ধরে কত ডাকলুম সেও আর সাড়া দেয়নি। তারপর অনেক ঘুরে ঘুরেও যখন বেরোতে পারলুম নে তখন আশুথ গাছের তলে শুয়ে পড়লুম। খিদের চোটে কখন ঘুম ধরে গেল বুঝতেই পারলুম নে। ঘুম ভাঙলে দেখলুম এরা দাঁড়িয়ে। তা তোদের কাচে আর খাবার নেই? এইটুকু মাত্তর?"



অঘোর কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু অনাদি তাকে থামিয়ে বলল।
"গুরুদেব, লগ্ন পার হয়ে যাচ্ছে।আর বোধহয় দেরী করা উচিত হবে না।"
অঘোর বুঝলেন সত্যি সময় পার হয়ে যাচ্ছে।বেশি দেরী করলে বিপদ বাড়বে।
"বেশ, খাবার দেবো। আগে এখানে উঠে এসে, চোক বন্দ করে মায়ের সামনে মাথা ঠুকে পোনাম কর দেকি।"

অঘোর তান্ত্রিকের কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো মেয়েটি। কি হাসিটাই না হাসছে। থামবার নামই নেই।
অনাদি কাপালিক বিরক্ত। মেয়েটির গলায় একটা জবা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন ," কি হল , হাসছিস যে বড়? কি বললেন গুরুদেব কথা কানে যায় না? "
মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল।" আমায়, বলি দিবি বুঝি? "

চমকে উঠল সকলেই। এই মেয়ে জানলো কি করে? অঘোর তান্ত্রিকও অবাক। অনাদি কাপালিক তো বিস্ময়ে পুরো হাঁ হয়ে গেছে। অঘোরের মনে পড়ল বাকি মেয়েরা মদ খেয়ে কেমন নেতিয়ে পড়েছিল। কত সোজা ছিল এক কোপে মুন্ডুটাকে ধড় আলাদা করে দেওয়া যজ্ঞবেদীতে আহুতি দেওয়া। কিন্তু এটুকু পুচকি মেয়ের তো তেমন কোন লক্ষণই নেই।

অঘোর তান্ত্রিক প্রবল বিরক্ত হলেন।
"যা বলছি তাই কর। চুপচাপ মাথা ঝুকিয়ে মাকে পেন্নাম কর।"
মেয়েটির মুখের হাসি হঠাৎ করেই কোথায় যেন

মিলিয়ে গেল।
বলল , "বলি দেওয়ার আগে আমায় ঐ খাঁড়াটা একটু ধত্তে দিবি।"
"এ ভারী খাঁড়া নিয়ে তুই কি করবি?" অঘোর তান্ত্রিক অবাক। "আর তোর ভয় কচ্চে নে?"
মেয়েটি সে কথার জবাব না দিয়ে বলে উঠল,"আমরা তো জেলে। আমাদের তো মন্দিরে উঠতে নেই। আমাদের গেরামের মা কালীর খাঁড়াটা ছুঁয়ে দেখবার খুব সখ ছিল আমার।কি সুন্দর! চকচকে। তোদের এই খাঁড়াটাও সুন্দর। একটু দে না রে ধত্তে।"
মেয়েটির কথায় অঘোর তান্ত্রিক কি যেন একটা ভাবলেন। বলি প্রদত্ত জীবিত বস্তুর শেষ ইচ্ছে অপূর্ণ রাখলে সেই বলি খন্ডিত বলি হিসেবে গৃহীত হয়। পুজো সম্পূর্ণ হয় না।
"বেশ। যা। দেখ ওই ভারী খাঁড়া তুলতে পারিস কিনা? তবে তাড়াতাড়ি করিস।"
অঘোরের ভারী কন্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল কুঠুরির ভারী বাতাসে।
মেয়েটি বলল মুচকিহেসে বলে উঠলো ,"হ্যাঁ রে। চিন্তা করিস নে। সব তাড়াতাড়ি ই করবো।"
তারপর ছুটে গিয়ে এক ঝটকায় সেই ভারী খাঁড়া তুলতেই গোটা মাটি কেঁপে উঠলো। ভূমিকম্প নাকি?!

অঘোর তান্ত্রিক ভয় পেয়ে সামনের দিকে তাকাতেই বিস্ময়ে তাঁর মুখ থেকে কথা সরলো না।সকলেই দেখল মেয়েটির দেহ ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। বড় যত হতে লাগল তত খুলে যেতে লাগল পরনের নোংরা কাপড়। আর ততই এক জোতির্ময়ী আভা বেরতে লাগল সারা শরীর দিয়ে।এত উজ্জ্বল সে আলো যে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে ।দেখতে দেখতে মেয়েটির মাথা কুঠুরির ছাদে ঠেকে যেতেই সে পেছন ঘুরলো । আর সকলেই তার রূপ দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলো। নিরাবরণ মেয়েটির গলায় যে জবা ফুলের মালা ছিল সেটা কখন যে মুন্ডমালায় বদলে গেছে কেউ খেয়াল করেনি। মেয়েটির সারা মুখে তাজা রক্ত। যেন এখনই রক্ত পান করেছে সে। প্রচন্ড রাগে চোখ থেকে যেন আগুনের হলকা বেরচ্ছে। বা হাতের খাঁড়াটা বনবন করে ঘোরাচ্ছে। আর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে।
দেখতেই দেখতে সকলেই কচুকাটা হতে লাগল। চিৎকার, আর্তনাদ, প্রলাপ অট্টহাসিতে ভরা কুঠুরির মধ্যে এক প্রলয় নাচছে যেন। চারিদিকে শুধু রক্ত, রক্ত আর রক্ত ।

কুঠুরির এক কোনে পিঠ ঠেকে গিয়েছে অঘোর

তান্ত্রিকের। কিন্তু তারপরে শতচেষ্টাতেও মনে করতে পারল না এ রুদ্র মুর্তি সে কোথায় দেখেছে। কোথায়? কোথায়?নাহ ! কিছুতেই মনে আসছে না। স্বয়ং মৃত্যু সামনে থাকলে বুঝি বোধবুদ্ধি এমন ভাবেই লোপ পায়।

চোখের পলকেই সকলকে ছিন্নভিন্ন করে মেয়েটি অবশেষে ফিরল অঘোর তান্ত্রিকের দিকে। হুংকার দিয়ে চিৎকার করে উঠল সে,

"অপাপবিদ্ধ আমার মন্দির নোংরা করবি তুই?এত সাহস তোর। দে , দে এবার আমায় ভোগ দে।দেখি কেমন ভোগ দিতে পারিস? দেখি কেমন ভোগ দিতে পারিস তুই?"



বলেই হাতের খাঁড়াটা বিদ্যুতের বেগে ঝলসে উঠল। মুন্ডুটা ছিন্ন হয়ে সপ্তযজ্ঞবেদীতে ছিটকে পড়বার আগের মুহূর্তেই অঘোর তান্ত্রিকের মনে পড়ল। ওপরের কাল ভৈরবীর মুর্তিটি ঠিক এমনই দেখতে ছিল। অবিকল এমনটাই।

(সমাপ্ত)